Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks

Ministry of Industries

THE GEOGRAPHICAL INDICATION (GI) JOURNAL

"জামালপুরের নকশিকাঁথা"

GI Journal No. 33

Published on :

www.dpdt.gov.bd

Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks
Shilpa Bhaban, 91 Motijheel, Dhaka, Bangladesh

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন আবেদনের পদ্ধতি

১। আবেদনপত্র ঃ

(১) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেকটি আবেদনপত্র নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত ফি সহ এক শ্রেণির পণ্যের জন্য (জিআই ফরম-০১) এক এবং একাধিক শ্রেণির পণ্যের জন্য জিআই ফরম-০২ এ আবেদন করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেকটি আবেদনপত্র আবেদনকারী তারিখ উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) প্রতিটি আবেদনপত্রের তিন কপির সহিত অতিরিক্ত পাঁচ কপি প্রতিলিপি দাখিল করিতে হইবে।

(৪) প্রতিটি আবেদনপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যের পাঁচটি নমুনা দাখিল করিতে হইবে।

২। ফি ঃ

(১) ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে তফসিল-০১ এ উল্লিখিত ফি অনুসারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(২) ফি মহাপরিচালক বরাবর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে দলিল দাখিলের জন্য ফি প্রদেয়, সেই ক্ষেত্রে ফি প্রদান ব্যতিরেকে বা অপর্যাপ্ত ফি পরিশোধ করা হইলে, উক্তরূপ দলিলাদি বিধিসম্মতভাবে দাখিল করা হয় নাই বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৩। ভাষা ঃ

(১) সকল আবেদনপত্র বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখিত হইতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের কাগজ ও কালি পাঠযোগ্য, টেকসই, স্থায়ী প্রকৃতির ও উন্নতমানের হইতে হইবে।

৪। আবেদন পত্রে স্বাক্ষর ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের আবেদনপত্র এবং অন্যান্য দলিল নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, যথাঃ-

(ক) ব্যক্তিসংঘ বা উৎপাদনকারী সংগঠনের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ;

(খ) কোন কর্পোরেট বডি, আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, উক্তরূপ বডি বা সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা সচিব অথবা প্রধান কর্মকর্তা ;

(২) স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরের নিম্নে-

(ক) তাহার পদবি বা পদমর্যাদা ; এবং

(খ) বাংলা বর্ণে অথবা বড় হাতের ইংরেজি বর্ণে, তাহার পূর্ণাঙ্গ নাম ; স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫। আবেদনপত্রে ব্যবহারকারীর বিবৃতি ঃ

কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অথবা পণ্যের বৈধ ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রে পণ্যটি কোন সময়কাল হইতে কাহার দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার একটি বিবরণী থাকিতে হইবে।

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন আবেদনের পদ্ধতি

১। আবেদনপত্র ঃ

(১) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেকটি আবেদনপত্র নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত ফি সহ এক শ্রেণির পণ্যের জন্য (জিআই ফরম-০১) এক এবং একাধিক শ্রেণির পণ্যের জন্য জিআই ফরম-০২ এ আবেদন করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেকটি আবেদনপত্র আবেদনকারী তারিখ উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) প্রতিটি আবেদনপত্রের তিন কপির সহিত অতিরিক্ত পাঁচ কপি প্রতিলিপি দাখিল করিতে হইবে।

(৪) প্রতিটি আবেদনপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যের পাঁচটি নমুনা দাখিল করিতে হইবে।

২। ফি ঃ

(১) ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে তফসিল-০১ এ উল্লিখিত ফি অনুসারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(২) ফি মহাপরিচালক বরাবর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে দলিল দাখিলের জন্য ফি প্রদেয়, সেই ক্ষেত্রে ফি প্রদান ব্যতিরেকে বা অপর্যাপ্ত ফি পরিশোধ করা হইলে, উক্তরূপ দলিলাদি বিধিসম্মতভাবে দাখিল করা হয় নাই বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৩। ভাষা ঃ

(১) সকল আবেদনপত্র বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখিত হইতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের কাগজ ও কালি পাঠযোগ্য, টেকসই, স্থায়ী প্রকৃতির ও উন্নতমানের হইতে হইবে।

৪। আবেদন পত্রে স্বাক্ষর ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের আবেদনপত্র এবং অন্যান্য দলিল নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, যথাঃ-

(ক) ব্যক্তিসংঘ বা উৎপাদনকারী সংগঠনের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ;

(খ) কোন কর্পোরেট বডি, আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, উক্তরূপ বডি বা সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা সচিব অথবা প্রধান কর্মকর্তা ;

(২) স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরের নিম্নে-

(ক) তাহার পদবি বা পদমর্যাদা ; এবং

(খ) বাংলা বর্ণে অথবা বড় হাতের ইংরেজি বর্ণে, তাহার পূর্ণাঙ্গ নাম ; স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫। আবেদনপত্রে ব্যবহারকারীর বিবৃতি ঃ

কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অথবা পণ্যের বৈধ ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রে পণ্যটি কোন সময়কাল হইতে কাহার দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার একটি বিবরণী থাকিতে হইবে।

৬। আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত তথ্য ও দলিলাদি ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং উহার সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহ করিতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কিত একটি বিবৃতি-

(অ) পণ্যটি উৎপাদিত হইবার সুনির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকা ;

(আ) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা ক্ষেত্রমত এলাকায় উৎপাদিত হইবার ফলে পণ্যটিতে নিহিত সুনাম, গুণাগুণ ও অনন্য বৈশিষ্ট্য ;

(ই) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা ক্ষেত্রমত, এলাকা সম্পর্কিত বিশেষ ভৌগোলিক আবহাওয়া, সহজাত প্রাকৃতিক ও মানবিক বিষয়াদি যাহা পণ্যটিকে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে ; এবং

(ঈ) উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎস ;

(খ) যে শ্রেণির পণ্যের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক প্রযোজ্য হইবে উহার নাম ;

(গ) পণ্য উৎপাদনকারী দেশের নির্দিষ্ট যে অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় পণ্যটি উৎপাদিত হয় উহার মানচিত্র ;

(ঘ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যসমূহকে নির্দেশ করে এমন কোন শব্দ বা চিহ্ন ;

(ঙ) নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির উৎপাদনকারীগণ সম্পর্কিত বিবরণ ;

(চ) আবেদনকারী কিভাবে আইনের অধীন গঠিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসংঘ, উৎপাদনকারীগণের সংগঠন, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন তৎমর্মে একটি হলফনামা ;

(ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য ব্যবহৃত কোন বিশেষ "স্ট্যান্ডার্ড বেঞ্চমার্ক" অথবা উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, তৈরি ইত্যাদি সম্পর্কিত "শিল্প মানদণ্ড" থাকিলে তৎসম্পর্কিত দলিলাদি ;

(জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মান, গুণাগুণ, মানের ধারাবাহিকতা বা বিশেষত্ব বজায় রাখিবার বা নিশ্চিতকরণের জন্য পণ্যটির উৎপাদনকারী, কারিগর বা প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রয়োগকৃত পদ্ধতি (mechanism) সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ঝ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকার মানচিত্রের (মানচিত্র প্রকাশকের পদবি, নাম ও ইস্যুর তারিখ উল্লেখক্রমে) তিনটি প্রত্যায়িত কপি ;

(ঞ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট বিশেষ মানবিক দক্ষতা, ভৌগোলিক জলবায়ুর অনন্যতা অথবা অন্যান্য সহজাত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ট) সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদনকারীগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিসংঘ, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা ;

(ঠ) আবেদনে উল্লিখিত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় সংশ্লিষ্ট পণ্যটির ক্ষেত্রে আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকিলে উহার বিবরণ ; এবং

(ঙ) আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য ইতোমধ্যে নিবন্ধিত কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সমনামীয় হইলে, আবেদনাধীন পণ্য ও ইতোমধ্যে নিবন্ধিত পণ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যজ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ, এবং প্রতারণা বা ভোক্তাগণের বিভ্রান্তি রোধে গৃহীত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিবরণ।

৭। কনভেনশনভুক্ত ব্যবস্থার অধীন আবেদন ঃ

(১) কনভেনশনভুক্ত কোন রাষ্ট্রের একজন আবেদনকারী কর্তৃক কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হইলে উক্তরূপ আবেদনপত্রের সহিত কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অফিস যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত একটি সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত সনদপত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিস্তারিত বিবরণসহ আবেদনপত্রটি দাখিলের তারিখ, রাষ্ট্রের নাম, কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে পণ্যটি প্রথম নিবন্ধনের তারিখ এবং মহাপরিচালক কর্তৃক চাহিত অন্যান্য বিষয়াদির বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে নিবন্ধনের আবেদন করিবার সময় উক্তরূপ সনদ উপস্থাপন না করা হয়, সেইক্ষেত্রে আবেদন করিবার ২(দুই) মাসের মধ্যে মহাপরিচালক সন্তুষ্টি অনুযায়ী আবেদনটি পেশ করিবার তারিখ, উহার রাষ্ট্রের নাম, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিবরণ, আবেদনপত্রে উল্লিখিত শ্রেণি এবং পণ্য সম্বলিত তথ্যাদি প্রত্যয়ন ও সত্যায়নপূর্বক পেশ করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রটি একই ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য এবং আবেদনপত্রের অধীন সকল অথবা আংশিক পণ্যের জন্য কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে আবেদনকারীর প্রথম আবেদন হইতে হইবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্র হইতে এক বা একাধিক শ্রেণির ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য একটিমাত্র আবেদনপত্র দাখিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আবেদন নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

৮। আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার ঃ

(১) আবেদনপত্রের নম্বর ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নাম উল্লেখপূর্বক মহাপরিচালক প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করিবেন।

৯। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

প্রতিটি আবেদনপত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় দাখিল করিতে হইবে :

মহাপরিচালক
পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৮৮-০২-৯৫৬০৬৯৬
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৫৫৬৫৫৬
ই-মেইল ঃ dg@dpdt.gov.bd
Web: www.dpdt.gov.bd

ভৌগোলিক নির্দেশক আবেদন নং-৩৫
আবেদনের তারিখ: ১৭-০৭-২০১৯ খ্রিঃ

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য **"জামালপুরের নকশিকাঁথা"** যা শ্রেণি ২৪ ও ২৬ এ অন্তর্ভুক্ত, তা নিবন্ধনের জন্য ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২ অনুসারে জার্নালে প্রকাশ করা হলো।

ভৌগোলিক নির্দেশকের নামঃ **"জামালপুরের নকশিকাঁথা"**

শ্রেণিঃ ২৪ ও ২৬

ক) আবেদনকারীর নাম ঃ জেলা প্রশাসক, জামালপুর।

খ) ঠিকানা ঃ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জামালপুর।

গ) ব্যক্তি/উৎপাদক/ব্যক্তিবর্গ/সংগঠন/উৎপাদকের সংগঠন/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের তালিকা ঃ উৎপাদনকারীগণের তালিকা সংযুক্ত করা হয়েছে। পরবর্তীতে তালিকায় আরও উৎপাদনকারীর নাম সংযোজিত হতে পারে।

ঘ) প্রকার ঃ নকশা ও আকারভেদে বিভিন্ন প্রকার হতে পারে।

ঙ) স্পেসিফিকেশন ঃ

- ❊ বুনন শৈলী ও ভিন্ন ভিন্ন মটিফের বাহারি নকশা জামালপুরের নকশিকাঁথাকে অনন্য করে তুলেছে।
- ❊ পুরো কাথাঁটি সম্পূর্ণ হাতে তৈরি করা হয়।
- ❊ নকশিকাঁথা শত শত বছরের পুরনো লোকঐতিহ্যের ধারক ও বাহক।
- ❊ সুতি কাপড়ের উপর সুই সুতা দিয়ে নানা ডিজাইনের কারুকাজ করা হয়।
- ❊ ব্যবহার ভেদে নানা আকারের নকশিকাঁথা হতে পারে। তবে প্রমাণ আকার হল ৫ হাত ৬ হাত।
- ❊ সুতি কাপড় ও বিভিন্ন ধরণের সুতি সুতা দিয়ে প্রস্তুত করায় জামালপুরের নকশিকাঁথা খুবই আরামদায়ক ও দৃষ্টিনন্দন।
- ❊ জামালপুরের নকশশিকাঁথায় নিপুণ হাতে সূচের সাহায্যে কাপড়ে বিভিন্ন ধরনের রঙিন নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়।

চ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের বর্ণনা ঃ

নকশিকাঁথা শুধু একটি পণ্যের নামই নয় ; একটি ইতিহাস, একটি ঐতিহ্য। শিল্প ও সৌন্দর্য বিচারে নকশিকাঁথা আপন মহিমায় অনবদ্য। প্রাচীনকাল থেকেই জামালপুরের প্রতিটি ঘরে এই কাঁথার উৎপাদন ও ব্যবহার হয়ে আসছে। এটি লোকসংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

জমিন অর্থে গ্রামীণ জনপদের মানুষ 'খেত' শব্দটি ব্যবহার করে। এই থেকেই 'খ্যাতা' শব্দটি গ্রামীণ জনপদে প্রচলিত আছে। সংস্কৃত ভাষায় 'কন্থা' শব্দ থেকে কাঁথা শব্দের উৎপত্তি। নিপুণ হাতে সূচ আর বিভিন্ন রঙের সুতায় গ্রামবাংলার বউ ঝিয়েরা মনের মাধুরী মিশিয়ে নান্দনিক রূপ-রস ও বৈচিত্র্যের যে কাঁথা বুনেন তাই নকশিকাঁথা। এক সময় পুরোনো শাড়ির পাড় থেকে সুতা তুলে পুরোনো শাড়ির উপরই নকশা করে অপরূপ কাঁথা তৈরি করা হতো। কালক্রমে এই ধরন পরিবর্তিত হয়ে নকশিকাঁথা এখন নতুন কাপড়ে, নতুন সুতায় তৈরি হচ্ছে।

নকশিকাঁথা চলমান জীবন ও কালের হাত ধরে মোঘল আমল থেকেই জামালপুরে একটি উল্লেখযোগ্য কারুপণ্য হিসাবে প্রচলিত আছে। জানা যায়, মোঘল সৌখিন রাজকর্মচারীদের অনেকেই এই নকশিকাঁথার নান্দনিক রূপে মুগ্ধ হয়ে তা ব্যবহার করতেন।

নকশিকাঁথায় যে নকশাসমূহ আঁকা হয় তার ইতিহাসও সুপ্রাচীন। প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম নিদর্শন হরপ্পা মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত মৃৎপাত্রে তথা কারুপণ্যে যে সব নকশার মটিফ আবিষ্কৃত হয়েছে ঐসব মটিফগুলো প্রাচীনকালের নকশিকাঁথার নকশায় ফুটে উঠেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো তদানীন্তন সভ্যতার মানুষের যাপিত জীবনের সংকট-সংঘাত, দুর্যোগ, দুর্বিপাক এবং পাওয়া-না পাওয়ার আনন্দ বেদনার চিত্র। এছাড়াও প্রাচীন নকশিকাঁথার নকশায় ফুটে উঠেছে শিকারের দৃশ্য, লড়াই, সংগ্রাম, বিয়ের গীত, অলৌকিক দৃশ্য, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, সীতার বনবাস ইত্যাদি।

কালের বিবর্তনে জামালপুরের নকশিকাঁথায় এসেছে আধুনিক রূপ। নতুন ডিজাইনে নতুন আঙ্গিকে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করা হচ্ছে নকশিকাঁথা। বর্তমানে জামালপুরের গ্রামীণ নারী সমাজ তাদের নিপুণ হাতে নকশিকাঁথায় ফুটিয়ে তোলে প্রাকৃতিক দৃশ্য, পশু পাখী, মাছ, নৌকা, কুলা, হাতি, ঘোড়া, বর-কনে, পালকী, ঢাক-ঢোল, পুতুল, গ্রাম ও নগর জীবনের চিত্র। জামালপুরের নকশিকাঁথার ব্যবহার ভেদে রয়েছে নানা নাম। যেমন-দস্তর খানা, জায়নামাজ, গিলাফ কাঁথা, আসন কাঁথা, আরশিলতা কাঁথা, বটুয়া সরপোশকাঁথা, বালিশ কাঁথা ইত্যাদি।

প্রাচীন মটিফসমূহের ভিত্তি অক্ষুন্ন রেখে এইসব নকশা অংকনে যে সমস্ত স্টিচ ব্যবহার করা হয় তাকে বলা হয় তাগা। এই তাগার রয়েছে নানা নাম। জামালপুরের নকশিকাঁথায় যে সমস্ত তাগা ব্যবহার করা হয় সেগুলোর নাম হলো মৌতাগা, গুটি তাগা, চিক তাগা, নোলক তাগা, পান তাগা, শামুক তাগা ইত্যাদি। জামালপুরের নকশিকাঁথায় এইসব তাগার ফোঁড়গুলো জ্যামিতিক নকশায় বরফি, কৌণিক, রৈখিক, বৃত্তাকার হয়ে নানা নামে পরিচিত। যেমন-আটচালা, দুচালা, লিক, লহোরী, লিক চালি, কলকা, মুচরী ইত্যাদি। ফোঁড় দিয়ে শুধুমাত্র নকশিকাঁথাই তৈরি করছে তা নয় জামালপুরে গ্রামীণ নারীরা তৈরী করছে মন ভুলানো, চোখ জুড়ানো সুতী শিল্পের অনেক পণ্য যেমন-থ্রিপিচ, শাড়ি, ওড়না, নকশিচাদর, পাঞ্জাবী, ফতুয়া, ব্যাগ, কুসন কভার, শাড়ির পাড় ইত্যাদি। জামালপুরের প্রায় ৫ লক্ষ গ্রামীণ নারী এই নকশি শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত।

জামালপুরের নকশিকাঁথার চাহিদা দেশে ও দেশের বাইরে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে জামালপুরে গ্রামীণ অর্থনীতিতে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। জামালপুরের প্রায় ৭৫ ভাগ নারী এই শিল্পের সাথে যুক্ত যা নারীর ক্ষমতায়নে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করছে। এর সাথে সাথে এই শিল্পকে ঘিরে জামালপুর জেলায় কিছু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে। যেমন-সুতার ব্যবসা, ছাপাখানার ব্যবসা, লন্ড্রী ব্যবসা যা জামালপুরের অর্থনৈতিক উন্নতিতে ব্যাপকভাবে অবদান রাখছে।

ছ) উৎপাদনের ভৌগোলিক এলাকা এবং মানচিত্র ঃ

প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা নদী বিধৌত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত গারো পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত জামালপুর জেলা। জেলাটি রেলপথে জগন্নাথগঞ্জ ঘাট, বাহাদুরাবাদ ঘাট ও ময়মনসিংহ এর সাথে এবং সড়ক পথে টাঙ্গাইল ও মেঘালয় (ভারত) এর সঙ্গে সংযুক্ত। যার নাম শুনলেই মনে পড়ে প্রাচীন ঐতিহ্যময় কারুশিল্প ও হস্তশিল্পের কথা। তাই জামালপুর জেলাকে অনেকেই বলে থাকে 'হস্তশিল্পের শহর' আর 'নকশিকাঁথা' জামালপুর জেলার ব্র্যান্ডিং পণ্য হিসেবে পরিচিত।

নকশিকাঁথা শত শত বছরের পুরোনো বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির একটি অংশ। পুরো বাংলাদেশেই নকশিকাঁথা তৈরি হয়, তবে জামালপুর, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, ফরিদপুর ও যশোর নকশিকাঁথার জন্য বিখ্যাত। তন্মধ্যে জামালপুর জেলার ০৭টি উপজেলাতেই নকশিকাঁথা তৈরি করা হয়। নকশী পণ্য তথা শিল্পকে সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে জামালপুরে ৩০০ একর জমিতে 'শেখ হাসিনা নকশী পল্লী' নামে একটি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে।

জামালপুর জেলা নকশিকাঁথা উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত এলাকা। কালের আবর্তে এদেশে অনেক কারুশিল্প হারিয়ে গেলেও ঐতিহ্যবাহী নকশিকাঁথা শিল্প স্বকীয়তা নিয়ে আজও টিকে আছে। এক সময় জামালপুরের গ্রামীণ বিয়ে-সাদীতে অনিবার্য ছিল নকশিকাঁথা। এই নকশিকাঁথা শিল্পটি পুনরুদ্ধার করে বাণিজ্যিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় গতিযোগ করে ব্র্যাক নামক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানটি। বাণিজ্যিকভাবে ব্র্যাক ১৯৮০ সাল হতে ও উন্নয়নসংঘ ১৯৮৬ সাল হতে বিপণন করে আসছে জামালপুরের নকশিকাঁথা। ব্র্যাক ও উন্নয়ন সংঘ জামালপুরের বিভিন্ন গ্রামের সুচিশিল্পীদের খুঁজে বের করে নকশিকাঁথা শিল্পের প্রসারণ ঘটায়।

নকশিকাঁথাকে বাণিজ্যিকীকরণের লক্ষ্যে ১৯৮৭ সালে বেসরকারি সংস্থা 'উন্নয়ন সংঘ' এক হাজার গ্রামীণ মহিলাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে নকশিকাঁথার কার্যক্রম শুরু করে। উন্নয়ন সংঘ থেকে অনেক প্রশিক্ষিত কর্মী বের হয়ে আসার পর তারা নিজেরাই প্রতিষ্ঠা করেন নকশিকাঁথা শিল্প। বর্তমানে জামালপুরে সবগুলো উপজেলাতেই এ শিল্পের কাজ হচ্ছে এবং প্রায় ৩০০ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

নকশিকাঁথা উৎপাদনে সম্পৃক্ত এলাকা নিচের মানচিত্রে সন্নিবেশ করা হল ঃ

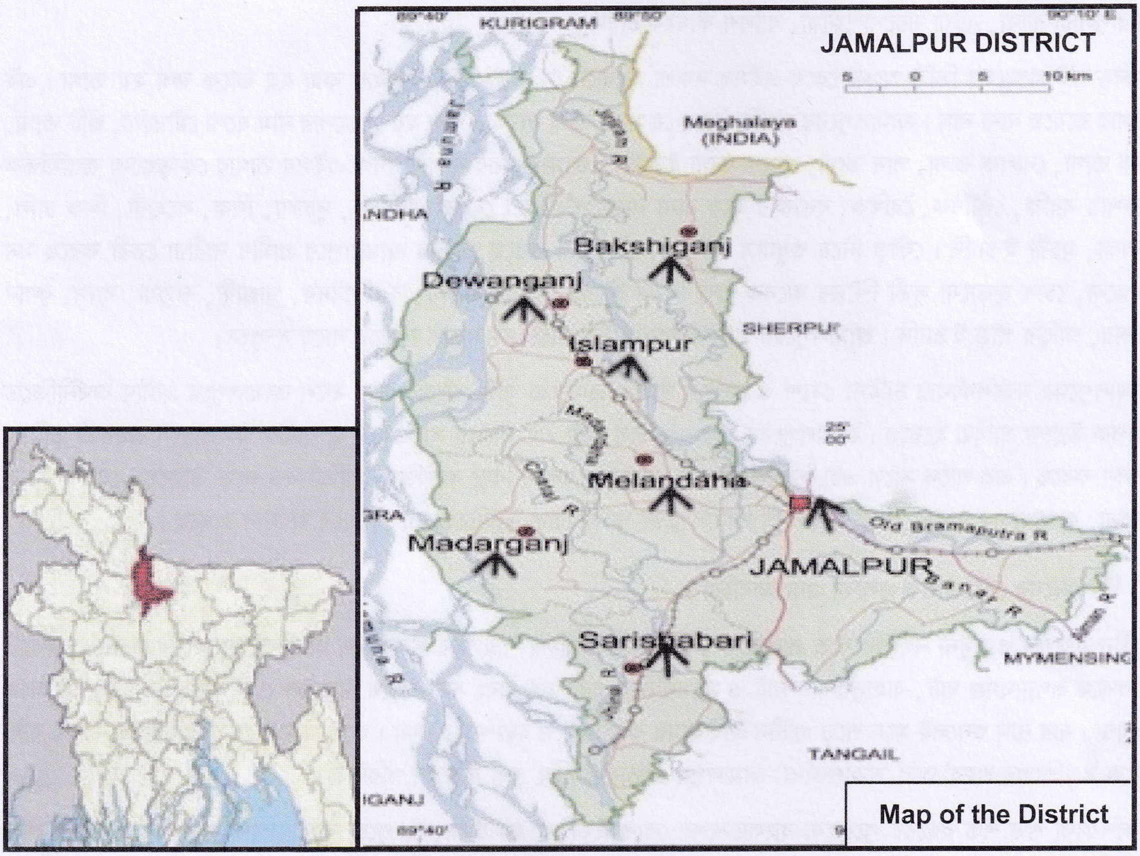

নকশিকাঁথার উৎপাদন এলাকা

জ) উৎসের প্রমাণ ঃ

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পের মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে নকশিকাঁথা। প্রাচীনকাল থেকেই জামালপুরের মানুষের জীবনে নকশিকাঁথা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। যেমন ঃ

➢ প্রাচীন লোকসংগীতে জামালপুরের নকশিকাঁথার উল্লেখ পাওয়া গিয়েছে–

'বকশিগঞ্জের নকশিকাঁথার তুলনা তার নাই'
আইছে দামান কিবা খায়,
ঘুমায় দামান নকশিকাঁথায়'

[তথ্যসূত্রঃ বাংলাদেশ লোকসংস্কৃতি গ্রন্থমালা ঃ জামালপুর, ২০১৩]

➢ বাংলা একাডেমি হতে ২০১৩ সালে প্রকাশিত "বাংলাদেশ লোকসংস্কৃতি গ্রন্থমালা ঃ জামালপুর" গ্রন্থে লোক ঐতিহ্যের বর্ণনায় জামালপুরের নকশিকাঁথার কথা উঠে এসেছে। বলা হয়েছে–

"জামালপুরে চারুশিল্পের নিদর্শন না থাকলেও কারুশিল্পের নিদর্শন রয়েছে যেমন-নকশিকাঁথা, মৃৎশিল্প, দারুশিল্প, নকশি পাখা, পাটের শিকা, কাসা শিল্প ইত্যাদি"।

➢ নকশিকাঁথা নিয়ে লেখা হয়েছে নানা কাব্য, গাথা ও রচনা। এ দেশের প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রাবতী তাঁর রামায়ণ কাব্যে সীতার অন্যান্য গুণের সঙ্গে কাঁথা সেলাইয়ের কথা বলেছেন এভাবে,

'সীতার গুণের কথা কি কহিব আর, কন্থায় আঁকিল কন্যা চান সুরুজ পাহাড়। আরও যে, আঁকিল কন্যা হাসা আর হাসি। চাইরো পাড়ে আঁকে কইন্যা পুষ্প রাশি রাশি'।

➢ এই ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করেই ১৯২৯ সালে পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীন তার অনবদ্য কাব্যগ্রন্থ **'নক্সী কাঁথার মাঠ'** রচনা করেন। তিনি লিখেছেন–

"কেহ কেহ নাকি গভীর রাত্রে দেখেছে মাঠের পরে
মহা-শূন্যেতে উড়াইছে কেবা নকসী কাঁথাটি ধরে
হাতে তার সেই বাঁশের বাঁশিটি বাজায় করুণ সুরে
তারি ঢেউ লাগি এ-গাঁও ওগাঁও গহন ব্যথায় ঝুরে
সেই হতে গাঁর নামটি হয়েছে নকশি-কাঁথার মাঠ
ছেলে বুড়ো গাঁর সকলেই জানে ইহার করুণ পাঠ।"

➢ ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, মোঘল রাজকর্মচারীরা জামালপুর থেকে নকশিকাঁথা সংগ্রহ করেছে।

➢ নিয়াজ জামান এর The Art of Khantha Embroidery গ্রন্থটি দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড কর্তৃক ১৯৮১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৭৭ পৃষ্ঠার এই বইটি বাংলাদেশের নকশিকাঁথার শিল্প এলাকার মানচিত্র, ভূমিকা ও গ্রন্থপঞ্জিসহ ১৬টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। এটি বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নকশিকাঁথা শিল্পের একটি অমূল্য গ্রন্থ।

➢ ১৯৯৭ সালে পারভীন আহমেদ-এর The Aesthetics & Vocabulary of Nakshi Kantha শীর্ষক গ্রন্থটি বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। লেখিকা বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরে সংগৃহীত নকশিকাঁথা হতে সাতান্নটি কাঁথা বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর বইয়ে অঞ্চলভেদে সেলাই এর ধরন, মটিফ, নকশা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন।

- সৈয়দ মাহবুব আলম লিখিত "লোকশিল্প" বইটি বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন কর্তৃক ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত। এই গ্রন্থটি আলোকচিত্রসহ ১৩টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। এ গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে লেখক নকশিকাঁথার অতীত, বর্তমান এবং রূপান্তরের ধারা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন।
- ২০১৮ সালে নকশিকাঁথাকে জামালপুর জেলার ব্র্যান্ডিং হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। জামালপুর জেলার নকশিকাঁথার চাহিদা দেশে ও দেশের বাইরে ছড়িয়ে পড়ায় জামালপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গড়ে তোলা হয়েছে জেলা ব্র্যান্ডিং হাট।

ঝ) নকশিকাঁথার উৎপাদন পদ্ধতি ঃ

আবহমান বাংলার ঐতিহ্য এবং আমাদের লালিত সংস্কৃতির অংশ নকশিকাঁথা সেলাই হতো প্রাকৃতিক নিয়মেই। কোন বিশেষজ্ঞ শিল্প বোদ্ধার ডিজাইন ছিল না। সুই সুতার কারুকাজে নানা রং এর সমাহার ঘটিয়ে জামালপুরের মা-বোনেরা বুনন করতো নকশিকাঁথা। কালের সাক্ষী হয়ে এখনো অনেক গ্রামীণ পরিবারে বংশ পরম্পরায় সংরক্ষণ করেছে নকশিকাঁথা। ৮০ এর দশকে জামালপুর থেকে শুরু হয় বাণিজ্যিকভাবে নকশিকাঁথা উৎপাদন। নিম্নে উৎপাদন প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হলো ঃ

ডিজাইন ঃ

ট্রেসিং পেপার সংগ্রহ করে তার উপর পেন্সিল দিয়ে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্য, ফুল, পশু-পাখিসহ নানা বৈচিত্র্যময় ছবি আঁকা হয়। পরে সুই দিয়ে তা ছিদ্র করা হয় এবং পরবর্তীতে কাপড়ের ওপর বিছিয়ে তা ছাপ দেওয়া হয়।

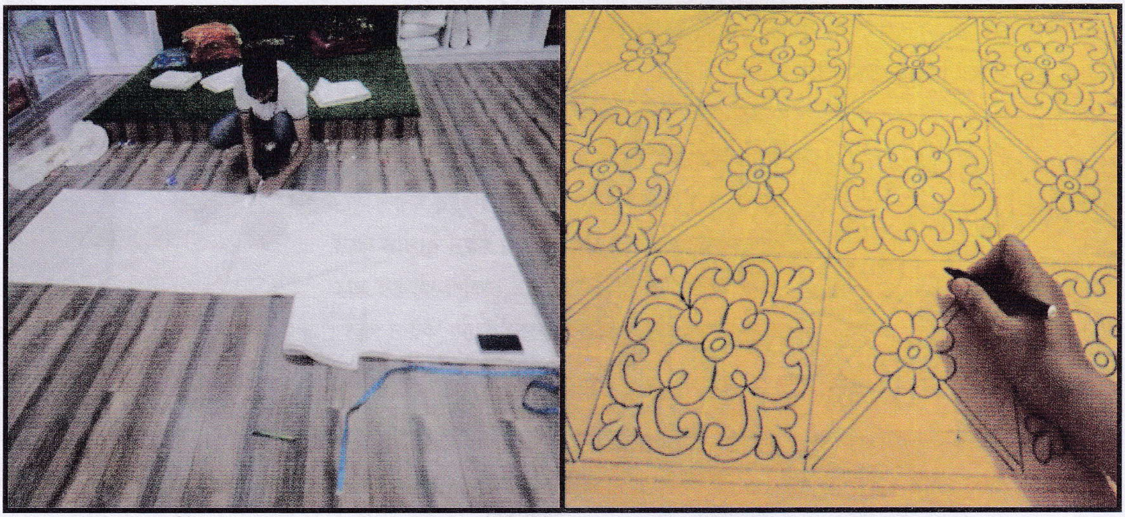

কাঁথার উপর নকশা তৈরির প্রক্রিয়া

কাঁচামালসমূহ:

- মার্কিন ভয়েল, থাইকটন, গার্মেন্টস থাই ইত্যাদি ধরনের কাপড়।
- রেশমী, টিসি পেলেন্স, গুটি, টুটা ইত্যাদি ধরনের সুতা।
- সুই, ট্রেসিং পেপার, কেরোসিন, নীল, তারপিন, ফোম, বকরম, চেইন, ডলার, গ্লাস, বোতাম, সো বোতাম, কাঁচি, কাটার, পেন্সিল, ইরেজার, শার্পনার, জিংক অক্সাইড পাউডার, ক্রুশ কার্টার, বার্লি, সাবান।

আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি ঃ সেলাই মেশিন, ফ্রেম, ইস্ত্রি, টেবিল, বালতি, মগ।

সেলাই কর্মী নির্বাচন ঃ

উদ্যোক্তাগণ প্রথমে কিছু নেতা তৈরি করেন। তারপর ঐ সকল নেতাদের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রাম এলাকায় কর্মক্ষম মহিলাদের যাদের সেলাই সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান আছে তাদের তালিকা তৈরি করেন।

প্রশিক্ষণ ঃ

সেলাইকর্মীদের সংঘবদ্ধ করে ০৭ থেকে ১০ দিন প্রশিক্ষকগণ নিপুণভাবে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। বিশেষ করে বিভিন্ন ধরণের তাগা, মুচরি, শীর, ভরাট, দুডালা শীর, চেইন সেলাই, শামুক তাগা, আনাছ তাগা, ইংলিশ তাগা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

নকশিকাঁথা সেলাই প্রশিক্ষণ কর্মশালা

সেলাই প্রক্রিয়া:

জামালপুরের গ্রামের নারীরা বাড়িতে বসে অথবা কোন গাছের ছায়ায় অথবা ঘরে সংঘবদ্ধভাবে বসে সেলাই কাজ করে থাকেন।

গৃহিণীদের একত্রে নকশিকাঁথা সেলাই

পরিদর্শন ফলোআপ ঃ

উদ্যোক্তাগণ গুণগত ও মানসম্পন্ন সেলাই এর জন্য নিয়মিত মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন ও ফলোআপ করে থাকেন।

নকশিকাঁথা সেলাই কার্যক্রম তদারকি

সংগ্রহ প্রক্রিয়া ঃ

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার জন্য সেলাই কর্মীদের তাগাদা দেয়া হয়। এরপর নেতারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেলাই সম্পন্ন কাজগুলো সংগ্রহ করে উদ্যোক্তা বা মালিকের কাছে জমা দেন। সেলাই কাপড় বিতরণ ও জমা করার জন্য বিভিন্ন রেজিস্টার ও রশিদ বই ব্যবহার করে থাকে।

নকশিকাঁথার মান যাচাই অন্তে সংগ্রহ

স্টোরিং ঃ

সংগ্রহকৃত সেলাই কাজগুলো যথানিয়মে ধৌত করে শুকানো হয়। এরপর ইস্ত্রি করে পলিথিনের প্যাকেটে মুড়িয়ে শো-কেসের তাকে তাকে সাজিয়ে রাখা হয়।

জেলা ব্র্যান্ডিং কর্নারে নকশিকাঁথা শো-কেসিং

ঞ) অনন্য বৈশিষ্ট্য ঃ

নকশিকাঁথা বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি এবং লোকশিল্পের একটা অন্যতম অংশ। এ দেশের বিরাট জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে ব্যবহৃত ও উৎপাদিত শিল্পপণ্যের মাঝে নকশিকাঁথা অন্যতম। নকশিকাঁথায় এ অঞ্চলের গ্রামীণ নারীদের লোকায়ত ভাবনা, আবেগ আর কল্পনার আরেক রূপ যেন সূচিকর্মের মাঝ দিয়ে মূর্ত প্রকাশ ঘটছে। এটি মূলত গ্রামীণ মহিলাদের শিল্পকর্ম হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত। বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে নকশিকাঁথা শিল্পের সঙ্গে আমাদের আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ডও জড়িয়ে আছে নিবিড়ভাবে।

জামালপুরের নকশিকাঁথায় অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রাচীন মটিফগুলোকে রূপান্তর ঘটিয়ে এক অনন্য সাধারণ নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়। এর মধ্যে যে সমস্ত তাগাগুলো ব্যবহার করা হয় যেমন-মালা তাগা, চারি তাগা, আনাস তাগা, পান তাগা, বিছা তাগা, শামুক তাগা। এই তাগাসমূহের মাধ্যমে জ্যামিতিক নকশায় বরফি পৌনিক, রৈখিক, বৃত্তাকার নকশা হয়ে নানা নামে নকশাগুলো পরিচিত। এই নকশাগুলোর ধরণ ও রূপকাঠামো অন্য অঞ্চলের ধরণ ও রূপকাঠামো থেকে স্বতন্ত্র রূপে আলাদা এক বৈশিষ্ট্যে বিদ্যমান।

জামালপুরের নকশিকাঁথায় রয়েছে ভিন্ন মাত্রার রূপ দৃশ্য যা অন্য অঞ্চলের চেয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে অনন্য হয়ে উঠেছে। যদিও নকশাগুলোর নামের মধ্যে রয়েছে অন্য অঞ্চলের ধরণ ও নামের সাদৃশ্য, যেমনঃ আটচালা, দুচালা, লিক লহরী, লিক টালী, কলকা, মুহুরী ইত্যাদি।

জামালপুর জেলার সকল উপজেলাতেই নকশিকাঁথার উৎপাদন হয় এবং নকশিকাঁথাকে ঘিরে প্রায় ৩০০ এর মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। নকশি শিল্পের জিনিস পত্রাদির মধ্যে রয়েছে নকশিকাঁথা, বেড কভার, থ্রিপিছ, ওয়ালমেট, কুশন কভার, শাড়ি, পাঞ্জাবী, টি-শার্ট, ফতুয়া, স্কার্ট, লেডিজ পাঞ্জাবী, ইয়ক, পার্স, বালিশের কভার, টিভি কভার, শাড়ির পাইর, শাল চাদর ইত্যাদি।

এক সময় জামালপুরের গ্রামীণ বিয়েতে অনিবার্য ছিল নকশিকাঁথা। নতুন কনের শ্বশুর বাড়ি যাত্রায় নকশিকাঁথা নেওয়ার রেওয়াজ ঐতিহ্যগতভাবে চলে আসছে এ অঞ্চলে। সময়ের সঙ্গে প্রায় হারিয়ে যেতে বসা এই নকশিকাঁথা শিল্প আবার জেগে উঠেছে জামালপুর জেলাজুড়ে। নকশি সূচিশিল্পের বাণিজ্যিক প্রসারে দরিদ্র এই অঞ্চলের গ্রামীণ অর্থনীতির চিত্র অনেকটাই পাল্টে গেছে। জেলায় অসংখ্য দরিদ্র নারী এই শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন।

গ্রামীণ নকশি সূচিশিল্পের বাণিজ্যিক প্রসার জামালপুরে শুরু হয় আশির দশকের শুরুর দিকে। বর্তমানে জামালপুর সদরসহ পুরো জেলায় প্রায় ৭৫ হাজার দরিদ্র নারী এবং ৫০ হাজার পুরুষ এই পেশায় জড়িয়েছেন। এতে স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে অনেক হত দরিদ্র নারী। সংসারের অন্যান্য কাজের পাশাপাশি তারা ঘরে বসেই নকশিকাঁথা, নকশিচাদর, পাঞ্জাবী, ফতুয়া, কটি, ওয়ালমেট, কুশন কভার, শাড়ির নকশি পাড়, থ্রি-পিছ ওড়নাসহ নানা রকম নকশি সামগ্রীর সূচিকর্ম করছেন।

জামালপুরের মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহিণীরাও এ শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। শহরের পাড়া মহল্লায় গড়ে উঠেছে এ শিল্পের অসংখ্য ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান। পুরনো ঐতিহ্য ও নকশা অনুসরণ করে গ্রামীণ নারীরা সূচ, সুতা-রঙের সমন্বয়ে কাঁথাসহ এই সব দ্রব্যে নানা সৌন্দর্য তাদের নিপুণ হাতে ফুটিয়ে তোলেন।

সেলাইয়ের মান, নিখুঁত নকশা, রঙের সুষমা সবমিলিয়ে জামালপুরের নকশিকাঁথা অনন্য সাধারণ এক কারুশিল্প যা গুণে ও মানে অন্য অঞ্চলের চেয়ে আলাদা বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ।

যেহেতু জামালপুরের নকশিকাঁথা সুতি কাপড় ও সুতি সুতা দিয়ে তৈরি করা হয় তাই এটি ব্যবহারেও আরামদায়ক ও দৃষ্টিনন্দন।

নমুনা চিত্র ঃ

নকশিকাঁথার নমুনা চিত্র

ট) পরিদশর্ন কর্তৃপক্ষ ঃ

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড নকশিকাঁথার পরিদর্শন কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। বাংলাদেশ তাতঁ বোর্ড কর্তৃক জামালপুরে ৩০০ একর জমিতে স্থাপিত হতে যাচ্ছে দেশের প্রথম 'শেখ হাসিনা নকশী পল্লী'। জামালপুর শেখ হাসিনা নকশী পল্লীর ভূমি অধিগ্রহণ ও মাটি ভরাটের জন্য সম্প্রতি একনেক সভায় ৭২২ কোটি টাকার একটি প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে জেলার নকশি শিল্পের বিকাশে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে নকশী পল্লী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ঠ) ব্যবহারকাল ঃ

ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী দেখতে গেলে প্রাচীন কাল থেকেই অবিভক্ত বাংলা জুড়েই কাঁথা শিল্পের প্রসার ঘটেছিল। প্রকৃত অর্থে কাঁথা শিল্প হল বঙ্গনারীর শিল্পকলা। হাজার বছরের ঐতিহ্যে লালিত আমাদের নকশিকাথাঁ। তবে এটি ব্যাপক আকার ধারণ করে বৌদ্ধধর্ম আবির্ভাবের পর থেকে। কেননা তখন সহজিয়া ঋষিরা তাদের তত্ত্বকথা ব্যক্ত করার জন্য আশ্রয় নিতো প্রতীকের। এর পরেই নকশিকাঁথায় প্রতীক বা ছবির ছড়াছড়ি লক্ষ্য করা যায়। নকশিকাঁথায় মহাভারতের কথা যেমন চিত্রিত আছে তেমনি আছে বেদ, উপনিষদের বিভিন্ন চিত্রও। সুতরাং নকশিকাঁথা নিয়ে রচিত বিভিন্ন বই থেকে জানা যায় অতি প্রাচীন কাল থেকেই নকশিকাঁথা উৎপাদিত ও ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং পরবর্তিতে এর বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু হয় আশির দশকে।

তথ্য সূত্র ঃ

১। Bell, kathrine M., (1972), Decorative Motifs of Oriental Art, London.

২। Haque, Enamul (ed), (1987), An Anthology on Crafts of Bangladesh, Dhaka.

৩। Hossain, Hameeda, (2010), The Company Weavers of Bengle, UPL, Dhaka.

৪। Khan, Shamsuzzaman, (ed.), (1992), Folklore of Bangladesh, Voll II, Dhaka.

৫। Rahim, M.A., (1967), Social and Cultural History of Bengal, Dhaka.

৬। Roz, Gropen, (1989), Nakshi Kantha, The Indian Society of Oriental Art, Calcutta,

৭। আলম, সৈয়দ মাহবুব (১৯৯৯), 'লোকশিল্প' বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

৮। আহম্মদ, ওয়াকিল (১৯৭৪), বাংলার লোক সংস্কৃতি, ঢাকা।

৯। আহমেদ, তোফায়েল (১৯৯৯), লোক ঐতিহ্যের দশদিগন্ত, ঢাকা।

১০। রহমান, মাহবুবুর এবং রহমান, মতিউর (২০০৫) গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে নকশিকাঁথা ভিত্তিক লোকশিল্প। বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, খন্ড ৩৮। বার্ষিক সংখ্যা ১৪২৭। পৃ: ১১৫-১৭৪।

১১। আহমেদ, পারভীন (১৯৯৭), The Aesthetics & Vocabulary of Nakshi Kantha, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা।

১২। গঙ্গোপাধ্যায়, কল্যাণকুমার (১৩৬১) বাংলার লোকশিল্প, কলকাতা।

১৩। বাংলা একাডেমি (২০১৩) 'বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি গ্রন্থমালা: জামালপুর'। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

১৪। ইসলাম সিরাজুল (সম্পা), (১৯৯৩), বাংলাদেশের ইতিহাস (৩য় খন্ড) এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা।

১৫। জামান, ফরিদা (১৯৯৮), 'আধুনিক চিত্রকলায় লোকশিল্পের প্রভাব, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

১৬। জামান, নিয়াজ (১৯৮১), The Art of Khantha Embroidery, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

১৭। বকশী, রজব (২০১২) জামালপুর জেলার ইতিহাস, গতিধারা, ঢাকা।

১৮। বসাক, শীলা (২০০২) বাংলার নকশিকাঁথা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

১৯। বাংলা একাডেমি (১৯৯২), 'আমাদের প্রাচীন শিক্ষা' বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

২০। নক্সী কাঁথার মাঠ (কাব্যগ্রন্থ) জসীম উদ্‌দীন (প্রথম প্রকাশ ১৯২৯ খ্রি, দ্বাবিংশ প্রকাশ ২০১৮) পৃষ্ঠা- ৬২, ৭২, ৭৫, ৭৯ ও ৮০

২১। Tha Aesthetics & Vocabulary of NAKSHI KANTHA - Bangladesh National Musem Collection (June 1997) Pages: 48-49

২২। জেলা ব্র্যান্ডিং বুক_জেলা প্রশাসন জামালপুর
পৃষ্ঠা- ৩৫-৭৮

২৩। The art zou wear – bdnews24.com (29 March 2014)
https://bdnews24.com/lifestyle/the-art-you-wear

২৪। A Revolution of Small Stitches - The Daily Star (Mar 8, 2015)
https://www.thedailystar.net/a-revolution-of-small-stitches-24061

২৫। Web Usability of Aarong, e-Commerce - BRAC University (August 16, 2015)
https://dspace.bracu.ac.bd/xmlui/bitstream/handle/10361/4368/WEB%20USABILITY%20OF%20AARONG%20Draft.pdf

২৬। জামালপুরের নকশীকাঁথা ও বাহারী পোশাক সারা দেশে প্রশংসিত_বাংলা ডায়েরি (১৪ এপ্রিল, ২০২১)
https://www.bangladiary.com/bangladesh/জামালপুরের-নকশীকাঁথা

২৭। হস্তশিল্পের শহর জামালপুর_দৈনিক জাগরন (১২ মে, ২০১৯)
https://www.dailyjagaran.com/feature/news/17772

২৮। নকশিকাঁথার মাঠ–উইকিপিডিয়া
https://bn.wikipedia.org/wiki/নকশীথকাঁথারথমাঠ

২৯। নকশিকাঁথা-উইকিপিডিয়া
https://bn.wikipedia.org/wiki/নকশি কাঁথা

৩০। শেখ হাসিনা নকশী পল্লী প্রকল্প একনেকে অনুমোদন_বিটিভি (১২ মার্চ, ২০১৯)
https://btv.gov.bd/site/news/8a55657b-bed5-4135-b17e-517f85b217df/শেখ-হাসিনা-নকশী-পল্লী-প্রকল্প-একনেকে-অনুমোদন

৩১। নকশিকাঁথার মাঠ (নাটক)_মাইটিভি (১১ আগষ্ট, ২০১৮)
https://www.youtube.com/watch?v=pw35PoA5zY8
Nokshi Kathar Math - DRAMA STORE (22 Oct 2013)
https://www.youtube.com/watch?v=3ywFJSz3Viw&t=228s

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস–সিডিপি-ক শাখা–১২৪৯/২০২৩-২০২৪/শিল্প–১৪-০২-২০২৪–২০০ বই।

LIST OF AGENTS

1. Messrs Book Syndicate,
   157, Government New Market, Dhaka.
2. Messrs Warshi Book Corporation,
   14, Bangabandhu Avenue, Dhaka.
3. Bangladesh Co-operative Book Society,
   150, Government New Market, Dhaka.
4. Messrs K.R. & Co.,
   73, Abul Hassnat Road, Dhaka.
5. Bangladesh Subscription Service,
   64, Purana Paltan, Dhaka.
6. Messrs Mohiuddin & Sons,
   143, Government New Market, Dhaka.
7. Messrs Hasanat Library,
   4, N. S. Road, Kushtia.
8. Messrs Current Book Stall,
   Jessore Road, Khulna.
9. Messrs Current Book Mohal,
   Jalsa Cinema, Jubilee Road, Chittagong.
10. Messrs Khoshroj Kitab Mohal,
    15, Bangla Bazar, Dhaka.
11. Messrs New Front Bipani Bitan,
    New Market, Chittagong.

For official use only

Printed by: **Dr. Mohammad Mofizur Rahman,** Deputy Director (Deputy Secretary),
Government Printing Press, Tejgaon, Dhaka.
Published by: Md. Nazrul Islam, Deputy Director (Deputy Secretary),
Bangladesh Forms and Publication Office, Tejgaon, Dhaka.